সেকশন এইট

মোল্লা বাহাউদ্দিন

বিন্দু ঘরে ঢুকেই মুখ কালো করে প্রশ্ন করল, আচ্ছা এ লোকগুলোর কি কোন কাজ নেই? সকালে যখন ঘড়ির কাটা ধরে বাতাসে ভর করে ছুটতে ছুটতে সাবওয়ের দিকে যাই তখন দেখি ওরা প্রাতঃভ্রমন করছে! বিকেলে যখন কাজ থেকে ফিরি তখন দেখি ওরা দুজনে হাত ধরাধরি করে সান্ধ্য হাওয়া সেবন করছে! ওরা কী? কোন কাজ করেনা? ওদের চলে কি করে?

বিন্দু কাজ থেকে ফিরলে তার চেহারা দেখে কিছু অনুমান করা যায় আজকের দিনটি তার কেমন গেছে। যদি কাপড় ছেড়ে সোজা রান্নাঘরে চলে যায় তাহলে বুঝতে হবে দিনটি খারাপ যায়নি। যদি কাপড় না ছেড়ে সোজা বিছানায় বসে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে সারাদিন ঝগড়া করে কেটেছে। আর যদি শুয়ে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে কাজ ছেড়ে দিয়ে এসেছে। সামান্য কারনেই কাজ ছেড়ে দেবার তার যথেষ্ট পরিমান রেকর্ড আছে। এইতো মাস দুয়েক আগে কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরে এসে বিছানায় এলিয়ে পড়ল। কাজ করার তার নিজের কতগুলো নিয়ম আছে। সে নিয়মের কিছু এদিক সেদিক হলেই কাজ ছেড়ে চলে আসে। দুদিনের মধ্যেই আর একটা নিয়ে নেয়। কারন মেয়েদের কাজের অভাব নেই যদি কাজ জানে। তার প্রথম নিয়ম হলো কাজের জায়গায় কেউ যদি সম্মানজনক দূরত্ব না রেখে কথা বলে তাহলেই কুইট। লক্ষন ভাল নয়।

জিজ্ঞেস করলাম, কার কথা বলছ?

ওইযে! বুড়ো আর খুকি!

বুঝলাম আজকে ক্ষেপেছে। সারাদিন অনেক কাজ করতে হয়েছে বোধ হয়। এই বুড়ো আর খুকি নামটা সেইই দিয়েছে। আমাদের বাসার ঠিক উল্টোদিকের বাসায় দোতলায় থাকে। আমাদের জানালা দিয়ে যখন তখন চোখে পড়ে। লোকটার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মহিলার বয়স বাইশ তেইশ। প্রথমে মনে করেছিলাম বাপ-বেটি। একটা বাচ্চাও আছে চার/পাঁচ বছরের। পরে হাত ধরাধরি দেখে বুঝতে হল স্বামীস্ত্রী। মাঝে মাঝে বিন্দু মন্তব্য করে, এই বুড়া লোকটারে কেন বিয়া করল এই বাচ্চা মেয়েটা। একটা কিছু আছে এর মাঝে নিশ্চয়ই।

আমি শুধু শুনি। মন্তব্য করিনা।

পরের ব্যাপার নিয়ে এত রুক্ষস্বর! মনে হল পরের সুখ তার হিংসার উদ্রেক করেছে। এই নিউইয়র্ক শহরে মানুষ রাতদিন কাজ করেও যেখানে সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছে সেখানে একটা পরিবার এত সুখে, এমন আনন্দে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াবে তা হিংসার ব্যাপারই বটে!

আমারও চোখে পড়ে। যখন বাঙালি গ্রোসারীতে যাই তখন দেখি লোকটা দামী দামী জিনিষ কিনছে। মনে হয় তার কোন হিসেবের প্রয়োজন নেই। পথে ঘাটে প্রায়ই সামনে পড়ে। তারা যে হারে প্রাতঃভ্রমন আর সান্ধ্য হাওয়া সেবন করছে তাতে মনে হয়না পৃথিবীর কোন চিন্তা ভাবনা, দুঃখ কষ্ট তাদের কাছে পৌছতে পেরেছে। তারা জানেনা তাদের অপরিসীম সুখ অকারনে প্রতিবেশীর দুঃখের কারন হয়ে দাড়াতে পারে।

বিন্দুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, কি জানি, হয়ত অনেক টাকার মালিক। বাংলাদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা নিয়ে এসেছে। বড়লোক মানুষ। কাজের প্রয়োজন নেই। তাই হাওয়া খেয়ে কাটায়।

কদ্দিন হাওয়া খেতে পারে একটা পরিবার! টাকারও তো শেষ আছে! কত বছর খেতে পারবে এমনি বসে বসে? এত টাকা থাকলে এদেশে এসেছে কেন?

এদেশে এসেছে শান্তিতে বিশুদ্ধ হাওয়া খেতে। তাছাড়া বাংলাদেশে রাস্তায় চলতে মানুষের গায়ে ধাক্কা লাগে, ছিনতাই হয়, খুন জখম সব সময় লেগেই আছে। জীবনের নিরাপত্তা নেই। তাই শান্তিতে বসবাস করার জন্যই এদেশে এসেছে হয়ত। আর টাকার কথা যদি বল তাহলে বলতে হয়, হয়ত তাদের টাকা শেষ হবেনা। শুনতে পাই এমন সব মানুষ আমেরিকায় এসেছে যাদের টাকা কোনদিনই শেষ হবেনা। কারন তাদের টাকা টাকা প্রসব করে। কেউ এসেছে আদম বেপারী করে, মানুষকে সর্বস্বান্ত করে পথে বসিয়ে, কেউ এসেছে সরকারের সিন্দুক চুরি করে, কেউ পুকুর চুরি করে, কেউ মানুষ খুন করে করে টাকার পাহাড় জমিয়ে এখানে চলে এসেছে। বুদ্ধিমান যারা তারা ইনভেষ্ট করে ফেলেছে। অতএব তাদের কাজ না করলেও চলবে। অথবা দুনম্বরি কাজ এমনভাবে ফেঁদে বসেছে যার টাকা শুধু আসছেই, যাচ্ছেনা। খরচ করে শেষ করতে পারছেনা। বাদ দাও ওসব। অন্যের চিন্তা করে নিজের শান্তি ও মাথা নষ্ট করে লাভ নেই।

কিন্তু এখানেই এর শেষ হয়নি। রাতে বিছানায় শুয়ে কথা বলতে বলতে ঘুমানোর অভ্যেস তার। অনেক কথার মাঝে ঘুরেফেরে সেই পরিবারটির কথা এসে যায়। প্রায় প্রতি রাতেই। কোন না কোনভাবে। আজকে মহিলার পরনে কি পোষাক ছিল, দাম কত হতে পারে। কাপড়টা কি বাংলাদেশ থেকে কেনা, নাকি জেকসন হাইটস থেকে। লোকটার পড়নে পাকিস্তানি সেলোয়ার কামিজ, মাথায় পাকিস্তানি টুপি থাকে প্রায়ই। লোকটার সাথে মহিলাকে একদম মানায় না ইত্যাদি অনেক কথা এসে যায়। জিজ্ঞেস করলাম, বাঙালি যে তা তুমি বুঝলে কি করে?
ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওদের কথা শুনেছি। বাংলা কথা বলে।
যাক, বাদ দাও ওদের কথা।
বাদ হয়না। বিন্দু প্রায়ই উদাসীন হয়ে পড়ে। যখনই সেই পরিবারটা সামনে পড়ে, বা যখন তখন জানালা দিয়ে তাদের দেখে তখনই আনমনা হয়ে যায়। কাজ ছাড়া যে কোনদিন থাকতে পারেনা সে হয়ে গেছে অলস। বুঝলাম সংসারে ঘুনে ধরেছে। রেহাই পেতে উপায় খুজতে লাগলাম।

কিছুদিন পরই একটা সুযোগ এসে গেল। পাশের ব্লকে দিনে দুপুরে একটা ডাকাতি হয়ে গেল। এই সুযোগে বাসা বদল করে দশ মাইল দূরে কর্মস্থলের কাছাকাছি চলে গেলাম। বাঁচা গেল।

আমার অফিসের দেয়াল কাঁচের। এমন কাঁচ যা বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই বাইরে। আমার টেবিলটা একবারে দেয়ালে পাশে। বাইরে অনেক দূর দেখা যায়। জানালার নীচেই বড় রাস্তা। রাস্তার পাশে পাবলিক টেলিফোন। একটা কোয়ার্টার দিয়ে যার ইচ্ছে কথা বলতে পারে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। সময় শেষ হয়ে গেলে আবার পয়সা ঢালতে হয়। আমি দেখি। কেউ আসে টেলিফোন করতে, কেউ আসে টেলিফোনের পয়সা নিতে। একটা লোক আসে প্রতিদিন এগারটার সময়। হাতে একটা স্ক্রু ড্রাইভার। এসেই স্ক্রু ড্রাইভারটা ঢুকিয়ে দেয় যেখান দিয়ে পয়সা পড়ে সেখানে। এদিক সেদিক কয়েকটা গুতো দেয়। বাক্সটাকে ঝাকি দেয়। কোনদিন কিছু পড়ে, কোনদিন খালি হাতে হন হন করে চলে যায়। এ যেন তার চাকরি। সময়মত আসা যাওয়া।

প্রতিদিন কিছু সুন্দরি আসে। রাজরানী সেজে। পথ আলো করে। উচ্ছল হাসিতে ভরপুর তাদের চাঁদমুখ। তাদের দামী সুগন্ধি বাতাসে ছড়িয়ে চারদিক মৌ মৌ করে। মনে হয় দেয়ালের কাঁচ ভেদ করে অফিসে ঢুকে নাকে ধাক্কা দিয়ে যায়। পথচারী হঠাৎ থমকে দাড়ায়। মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। অর্ধনগ্ন পোষাক মেজাজ খারাপ করার জন্য যথেষ্ট। দৃষ্টি ফেরেনা।

তিনজন মিলে এক সাথে আসে। প্রতিদিন একটার সময়। বয়স বিশ থেকে তেইশের মাঝে। কার চেয়ে কে বেশি সুন্দরী বলা মুস্কিল। তারা অকারনে হাসে। হাসতে হাসতে একজনের গায়ে আর একজন লুটিয়ে পড়ে। খেয়াল করে দেখলাম একজনের তিনটা বাচ্চা, আর দুজনের চারটা করে। বয়স তিন থেকে নয়ের মাঝে। ওরা এসেই একজন টেলিফোন হাতে নেয়, বাকী দুজন বাচ্চা পাহাড়া দেয়। কথা বলতে বলতে হেসে লুটোপুটি খায়, হাপিয়ে গেলে আর একজন এসে হাতে নেয়। এমনি করে চলে বেলা ছয়টা পর্যন্ত। আবার আসে আটটার দিকে। চলে কতক্ষন দেখা হয় নাই।

আমি তাকিয়ে দেখি। সুন্দরের ধ্যান করতে করতে আনমনা হয়ে যাই। ভাবি তারা কত সুখী, কোন কাজ করতে হয়না। শুধু হেসে খেলে জীবন কাটে। বিন্দুর কথা মনে হয়। তখনই মনে পড়ে আগের বাসার সামনের পরিবারের কথা। বিন্দুর হিংসে হত তাদের দেখে। এই মহিলাদের সুখ আনন্দ দেখে আমারও হিংসের উদ্রেক হল মনে। এত সুখ তাদের!

হঠাৎ মনে প্রশ্ন এল, ওরা রাস্তায় আসে কেন ফোন করতে? ঘর থেকে কথা বলতে পারেনা? দিনের পর দিন এমনি শুধু কথা বলে তাদের চলে কি করে?

সহকর্মি জুলিকে জিজ্ঞেস করলাম একদিন। আচ্ছা জুলি, তুমি কি খেয়াল করেছ ওই মহিলাগুলোকে? সারাদিন টেলিফোন আর টেলিফোন! ওরা কারা? ওদের চলে কি করে?

জুলি মুখ না তোলেই বলল, ওরা সেকশন এইট।

সেকশন এইট? ওটা আবার কি জিনিষ?

সেকশন এইট জাননা? কতদিন আছ এই দেশে? কে তোমাকে থাকতে দিয়েছে এ দেশে?

এ ধরনের কোন শব্দের সাথেই আমার পরিচয় নেই। একটু বুঝিয়ে বলনা!

জুলি সোজা হয়ে বসল। আমার দিকে মুখ রেখে বলল, তবে শোন। সেকশন এইট হল আমেরিকান সরকারের আনএমপ্লয়মেন্ট এ্যাক্টের আট নম্বার সেকশন। তাতে বলা হয়েছে যে, যদি কোন নাগরিক বেকার থাকে এবং তার নাবালক সন্তান থাকে তাহলে সরকার তাকে এই সুযোগ সুবিধা দিতে বাধ্য থাকবেঃ
এক- ঘরভাড়া: প্রয়োজনীয় বেডরুম সহ বাড়ীভাড়া প্রতি মাসে। এই মহামান্য বেকার নাগরিকরা তাদের পছন্দমত বাড়ী ঠিক করে সরকারের ওয়েলফেয়ার বিভাগকে জানাবে, ওয়েলফেয়ার বিভাগ যথাসময়ে ভাড়া পাঠিয়ে দেবে। যে বাড়ীতে ভাড়া থাকবে তা যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারবে। বাড়ীর যত ব্যবহারিক জিনিষ তা ভাঙতে পারবে, যে সব জিনিষ খুলে বিক্রি করা যায় তা করবে। বাড়ীর মালিক কিছুই বলতে পারবেনা। যদি কিছু বলে তাহলে কোর্টে যাবে, জীবনের প্রতি হুমকি আসবে। আদালতে এমন সব ঘটনা তৈরি হবে যে আদালত কোন অবস্থাতেই বাড়ীওয়ালার পক্ষে রায় দিতে পারবেনা। বেশিরভাগ মহিলাদের স্বামী থাকেনা। তারা তাদের বয়ফ্রেন্ডের কাছে একটা কামড়া ভাড়া দেবে। তাদের উপরি আয়ও অনেক আছে। সেটা কি বুঝতে পার?
দুনম্বর হলঃ বেকার রত্নরা বেকার ভাতা পাবে।
তিন নম্বর হলঃ সন্তান পালনের ভাতা। সন্তানের বয়স আঠার না হওয়া পর্যন্ত তারা পেতেই থাকবে।
চার নম্বরঃ অন্ন ভাতা। বাচ্চাদের সহ সকলের জন্য মাসিক ভাতা। যার যত বেশি সন্তান তারা তত বেশি ভাতা পায়।

আঠার বছর পর্যন্ত সন্তান লালন করে পিতামাতা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। বৃদ্ধ হওয়া মানে সিনিওর সিটিজেন। সিনিওর সিটিজেনের জন্য আলাদা বাসস্থান আছে, ভাতা আছে। এবার বুঝলে সেকশন এইট কি?

আমি থ হয়ে জুলির দিকে তাকিয়ে রইলাম। মুখে কোন কথা নেই।

কিছুদিন পর আমাদের আগের বাসার প্রতিবেশি নাজমুল সাহেব দাওয়াত দিলেন। মিলাদের। বিন্দুকে নিয়ে মিলাদে সামিল হলাম। এ পাড়ার পরিচিত অপরিচিত অনেকেই এসেছে। একবারে গিজ গিজ করছে বাসা। অন্দরমহলে ছেলেমেয়ে মহিলাদের কলকাকলি, হৈ চৈ। এক সময় একটা মাছের বাজারে রূপান্তরিত হল। নারীকণ্ঠই বেশি শোনা যায়, নাকি আমারই কানের দোষ কে জানে! কার আগে কে বেশি কথা বলবে, বেশি খবর পরিবেশন করবে। এখন ইলেকট্রনিক্স-এর যুগেও মহিলাদের চেয়ে দ্রুত সংবাদ আদান প্রদান বোধ হয় সম্ভব হয়নি। অল্প সময়ের মধ্যে মহিলারা অসংখ্য সংবাদ আদান প্রদান করে থাকে, সেই আদিকাল থেকেই। কত গল্প, কত সংবাদ। এখানকার মিলাদ একটু পোক্ত হয় ভুরিভোজন সহ। ভোজনের সময়ও তাদের মুখ চলছে। বিরাম নেই। ভোজনও চলছে, সংবাদও চলছে। এক সময় পুরুষদের কারনে সভার ইতি টেনে সবাই ঘরে ফিরে গেল। আমরাও রওয়ানা দিলাম ঘরপানে।

বিন্দুর চোখে মুখে একটা তৃপ্তির ঝিলিক বয়ে যাচ্ছে মনে হল। যাক, আজকের সন্ধ্যাটা ভালই কাটল তার। গাড়ীতে বসে দরজা বন্ধ না করেই হাসিমুখে বলতে লাগল, খবর শুনেছ?

মনে হল একবারে অধৈয্য হয়ে পড়েছে। তর সইছে না। এই মিলাদের মজলিস থেকে অনেক মূল্যবান সংবাদ আহরন করেছে। এখন আমাকে সব বলবে। যেখানেই যায় সংবাদ আহরন করে, আর আমাকে সব শোনায়। খুব জরুরী আর মূল্যবান সংবাদই আগে পরিবেশন করে। আমি বললাম, আগে গাড়ীর দরজা বন্ধ কর, তারপর বল তোমার খবর।
সেই যে হাওয়া খাওয়া পরিবারটা? তখনই বলছিলাম, লোকটার সাথে মহিলাকে মানায়না। লোকটা নাকি বাংলাদেশে রাজাকার ছিল। অনেক দিন পর দেশে গিয়ে এই মহিলাকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে। পলাভাবীর ভাই এসেছিল বোষ্টন থেকে। সেই নাকি ওই লোকটাকে চিনে ফেলে। তার সাথে নাকি হাতাহাতি হয়ে গেছে। পুলিশকে খবর দিয়েছিল। পুলিশ এসে দেখে বাসা খালি। পরদিনই নাকি সেকশন এইট নামে কোন সরকারি ইনস্পেক্টর এসেছিল ইনকোয়ারি করতে। ওখানেও নাকি কি জালিয়াতি করেছে। সেকশন এইট কি?

ওটাই তো হাওয়া খাওয়ার উৎস! রাজাকার সবখানেই রাজাকার। দেশে দেশে যুগে যুগে।